লাঠিটিলায় বিএসএফ-এর গুলী

❑ বিলোনিয়ায় নদীর পানি ব্যবহারে বাধা ❑ বিভিন্ন সীমান্তে উত্তেজনা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ রৌমারী ও পাদুয়া শান্ত হইয়া উঠিলেও অন্যান্য সীমান্তে উত্তেজনা অব্যাহত রহিয়াছে। মৌলভীবাজারের লাঠিটিলায় পুনরায় বিএসএফ গুলীবর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবিত ফ্লাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকায় অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করিতেছে। সেখানে নদীর পানি ব্যবহারে বাংলাদেশীদের বাধা দেওয়া হইতেছে। বিএসএফ-এর ছত্রচ্ছায়ায় ভারতীয় সন্ত্রাসীরা মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রবেশ করিয়া সন্ত্রাস চালায়। কসবা সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তেঁতুলিয়ার এক যুবককে বিএসএফ অপহরণ করিয়া নিয়া বিডিআর ক্যাম্পের অবস্থান জানিতে চায়।

সীমান্তবর্তী জেলাগুলি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে, সীমান্তে উত্তেজনার কারণে গ্রামবাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের পর ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আইকে সামি গতকাল বুধবার ঐ এলাকা সফর করিতে গিয়াছেন। সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, মিঃ সামি ঐসব এলাকায় কর্মরত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে ঐ সংঘর্ষের কারণ নিয়া এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়া আলোচনা করেন। বিবিসি জানায়, সাম্প্রতিক সংঘর্ষে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অন্ততঃ ২০ জন সদস্য নিহত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর শিলং হইতে পাওয়া সরকারী সূত্রের খবরে জানা গিয়াছে যে, মিঃ সামি আসামের মানকাছাড় এলাকায় সফর করিয়া সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন। এই এলাকাতেই সম্প্রতি সংঘর্ষ হয়। এ সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এবং সেইসঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তারাও এই সফরে মিঃ সামিকে ঐসব সংঘর্ষজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

আরেকটি স্থানে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পার্শ্ববর্তী মেঘালয় রাজ্যের বীরদুয়া এলাকাতেও মিঃ সামির যাওয়ার কথা রহিয়াছে বলিয়া জানান হইয়াছে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের পর ভারতের দিক হইতে সরকারী পর্যায়ে ইহাই সর্বোচ্চ কোন কর্মকর্তার সরেজমিনে সফর।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি গত কয়েকদিনের মত গতকাল বুধবারও শান্ত ছিল বলিয়া ভারতীয় সরকারী কর্মকর্তা ও সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সূত্রে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মোহান্তকে উদ্ধৃতি দিয়া সংবাদ সংস্থাগুলি বলিয়াছে যে, তিনি দাবী করিয়াছেন, রাজ্যের দক্ষিণে করিমগঞ্জ এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কিছু তৎপরতাকে কেন্দ্র করিয়া বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটিয়াছে।

সিলেট হইতে আব্দুল মালিক চৌধুরী ॥ সিলেট বিভাগের কুলাউড়া উপজেলাধীন লাঠিটিলা সীমান্তে পুনরায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলীবর্ষণে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে সীমান্তবর্তী ৭ গ্রামের বাসিন্দা এখনও ঘরবাড়ী ছাড়া। সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বিডিআর ফ্লাগ মিটিংয়ের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। ইহাতে বিএসএফ এখনও সাড়া দেয় নাই। এই সীমান্তে পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হইয়া পড়িতেছে। স্থানীয় জনজীবনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়িয়া চলিয়াছে।

সীমান্ত সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত ৮/৯টার সময় বিনা উস্কানিতে বিএসএফ একতরফাভাবে লাঠিটিলা সীমান্তে পুনরায় ৩/৪ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। বিডিআর পাল্টা কোন জবাব না দিয়া এই ব্যাপারে ফ্লাগ মিটিংয়ের জন্য বিএসএফের নিকট প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু রাত ৮টায় রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিএসএফ কোন সাড়া দেয় নাই। গত রবিবার রাত ১০টা ৩৫ মিনিটের সময় বিএসএফ লাঠিটিলা সীমান্তে আকস্মিকভাবে ৩ রাউন্ড মর্টার শেল নিক্ষেপ করে। ইহাতে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। বিডিআর এ ব্যাপারেও বিএসএফের সহিত ফ্লাগ মিটিংয়ের চেষ্টা চালায়। বিএসএফ সাড়া দিতেছে না।

স্থানীয় গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ শামছউদ্দিন আহমদ এই প্রতিনিধিকে জানান, একদিনের ব্যবধানে লাঠিটিলা সীমান্তে বিএসএফের আকস্মিক গুলীবর্ষণের দুইটি ঘটনায় সীমান্ত এলাকার অধিবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গত চারদিন যাবৎ তাহার ইউনিয়নের সীমান্তঘেঁষা লাঠিটিলা, ডোসাবারই, লাঠিছড়া ও দিলখোলা গ্রামের আতঙ্কগ্রস্ত তিন সহস্রাধিক লোক নিজ নিজ বসতবাড়ী ছাড়িয়া দুই-চার মাইল দূরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া দিন যাপন করিতেছেন। তাহাদের আশঙ্কা বিএসএফ যেকোন মুহূর্তে হামলা চালাইতে পারে।

পার্শ্ববর্তী সাগরমাল ইউনিয়নের মোকামবাড়ী সীমান্তবর্তী বড়ইতলী, বাবুমিয়াগাঁও ও মন্ত্রীগাঁও গ্রামের লোকজনও ভয়ে বাড়ীঘর ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইউপি চেয়ারম্যান শামছউদ্দিন জানান, উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে এলাকার বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখা হইয়াছে। তিনি জানান, সীমান্তের জুরী-পাথারকান্দির প্রায় এক কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া বিএসএফ হঠাৎ করিয়া উঠাইয়া নিয়াছে। ইহাতে নানা প্রশ্ন ও রহস্যের উদ্রেক করিয়াছে।

মৌলভীবাজার জেলা শহর হইতে ৭১ কিলোমিটার দূরত্বে কুলাউড়া উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের সীমান্ত লাঠিটিলার একাংশ ভারত সীমান্তে অবস্থিত। সীমান্তের ওপারে বিএসএফের ভারী অস্ত্রসহ বিপুল সমাবেশ ঘটাইয়া বিএসএফের রণপ্রস্তুতি নিয়া একের পর এক বিনা কারণে উস্কানিমূলক তৎপরতায় বাংলাদেশ সীমান্তের জনজীবনে উদ্বেগ, আতঙ্ক, অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। বিডিআর সতর্কাবস্থায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

কুলাউড়া সংবাদদাতা ॥ লাঠিটিলা সীমান্তে থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে। গোয়ালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্ধৃতি দিয়া কুলাউড়ার ইউএনও হাবিবুর রহমান খান জানান, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভারতের লাঠিটিলা সীমান্ত চৌকি হইতে বিএসএফ বাংলাদেশ ভূখন্ডে ৩ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। বিডিআর-এর পক্ষ হইতে পাল্টা কোন জবাব দেওয়া হয় নাই। গুলীবর্ষণের ফলে হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায় নাই। মঙ্গলবারের নির্ধারিত পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়ায় লাঠিটিলা সীমান্ত সংলগ্ন ভোমাবাড়ী, লাঠিটিলা ও কচরগুল গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করিতেছে। গ্রামের মহিলা ও শিশু-কিশোররা গতকাল বুধবার পর্যন্ত বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসে নাই। জানা যায়, বিএসএফ সীমান্তে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করায় পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিডিআর সর্বাত্মক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। বিডিআর এর পদস্থ কর্মকর্তারা সীমান্ত ফাঁড়ি পরিদর্শন করিয়াছেন।

বিলোনিয়া হইতে সালাহউদ্দিন মোঃ রেজা ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্ত এলাকায় সংঘর্ষ পরবর্তী ফেনীর বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় সৃষ্ট আতংক ও উত্তেজনা এখনও কাটিয়া উঠে নাই। ফেনীর বিলোনিয়া সীমান্তে ভারতীয় অংশের বিলোনিয়া হইতে উত্তর পশ্চিমে ছোত্তাখোলা এবং দক্ষিণ পূর্বে ছাগলনাইয়ার ভারতীয় সীমান্তে ব্যাপক হারে বিএসএফ-এর সমাবেশ ঘটানোর সংবাদে উক্ত এলাকায় উত্তেজনা অব্যাহত রহিয়াছে। রৌমারীর সংঘর্ষের পর হইতে বিলোনিয়া সংলগ্ন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাধীন মুহুরী নদীর পানি বাংলাদেশের কৃষকরা ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। এলাকাবাসী জানায়, কৃষকরা ইরি ধানের চাষাবাদের জন্য এতদিন পাম্প দিয়া মুহুরী নদীর পানি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরিয়া পাম্পা বসাইতে বিএসএফ বাধা দিতেছে। এলাকাবাসীর পক্ষ হইতে জানানো হয় যে, ভারতীয় বিলোনিয়া টাউন এলাকায় পূর্বের চাইতে বেশী সংখ্যক বিএসএফ টহল দেখা যায়। ইহাছাড়া আগরতলা, ত্রিপুরা, ইরিনা ক্যাম্প, শ্রীনগর ক্যাম্পে বিএসএফ সদস্য বাড়ানো হইয়াছে। ফেনীর সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ দিনের তুলনায় রাতে টহল জোরদার করিয়াছে। বিলোনিয়া চেক পোষ্ট সংলগ্ন বাংলাদেশ অংশে বসবাসকারী কামাল উদ্দিন জানান, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর হইতে ভারতের বিলোনিয়া সীমান্তের বৈদ্যুতিক বাতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তিনি জানান, বিএসএফ তাহাদের টহল বা অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ যাহাতে বিডিআর প্রত্যক্ষ করিতে না পারে সেজন্যই সকল আলো নিভাইয়া ফেলে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনার প্রেক্ষিতে গত কয়েকদিন ধরিয়া বিলোনিয়া চেকপোষ্ট দিয়া বৈধভাবে লোকজন চলাচল বন্ধ রহিয়াছে। ফেনী সীমান্তের বিভিন্ন অংশ দিয়া চোরাচালানও গত কয়েকদিন কমিয়া গিয়াছে। ফেনীর বিলোনিয়া সংলগ্ন বিভিন্ন বিডিআর ক্যাম্পের সদস্যদের অবস্থানও সতর্কতামূলক। সীমান্ত এলাকায় কোন অপরিচিত দেখামাত্র ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদসহ সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। মমিনুল হক নামে এক ব্যক্তি জানাইয়াছে যে, কিছুদিন পূর্বেও সীমান্ত এলাকায় এত সতর্ক অবস্থা পরিলক্ষিত হয় নাই। বিলোনিয়া চেকপোষ্টের বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন বিভাগের একজন জানান, পরিস্থিতি সুবিধাজনক মনে হইতেছে না। গত কয়েক বৎসর পূর্বে ফেনী হইতে বিলোনিয়া শাখা লাইনের ট্রেন এ চেক পোষ্ট পর্যন্ত পৌঁছাইত। সে সময় উক্ত সীমান্ত চেক পোস্টে লোক চলাচল বেশী ছিল। বর্তমানে উক্ত চেক পোষ্টে ১ জন কাস্টমসের সদস্য, সাব ইন্সপেক্টরের অধীনে পুলিশের কয়েকজন সদস্য রহিয়াছে। চেকপোষ্ট সংলগ্ন এলাকায় রহিয়াছে মজুমদারহাট বিডিআর ক্যাম্প। এ ক্যাম্পের পাশেই রহিয়াছে বিরোধপূর্ণ মুহুরী চর। গত ১ বৎসর পূর্বেও ঐ চর নিয়া বিডিআর এবং বিএসএফ সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। জানা যায়, বর্তমানে মুহুরী চরে বাংলাদেশের কিংবা ভারতের কৃষকের চাষাবাদের উপর স্থিতি অবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বাউর খুমা গ্রামের বয়োবৃদ্ধ আবদুল কাদের জানান, মুহুরী নদীর ভারতীয় তীর এলাকায় বিএসএফ সিমেন্টর ব্লক বসাইয়া চলিয়াছে। ফলে বর্ষায় পানির স্রোতে বাংলাদেশ অংশের পাড় ভাঙ্গিয়া নদী বাড়িয়া চরের বিস্তৃতি হইতেছে। কিন্তু মুহুরীর চর বাংলাদেশ অংশে মাটি ফেলা কিংবা ব্লক স্থাপনে বিএসএফ বাধা দিয়া থাকে। ঐ সকল এলাকা ভারতীয় অংশে বিএসএফ বেশ কয়েকটি স্থায়ী পাহাড়ে বাংকার করিয়া এবং উঁচু স্থানে সেন্ট্রি টাওয়ার বসাইয়া পাহারা জোরদার করিয়াছে। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাধীন বড় বাড়ীর ছেলে মোস্তফা (২০) জানায়, আমরা রাতে বেশী আতংকে থাকি। কারণ রাতে বিএসএফ ও বিডিআর টহল আগের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে আতংক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুসা মিয়া সওদাগর (২৭) জানান, বিএসএফ চোরা হামলা না করিলে কিছুই করিতে পারিবে না। কারণ বিডিআর এবং গ্রামবাসীর মনোবল অনেক বেশী। বাহরাইন হইতে ছুটিতে আসা লোকমান নামে বাউরখুমা গ্রামের বাসিন্দা জানান, ভারতের বিলোনিয়া টাউনের রেডিও ষ্টেশন ও আগরতলা ষ্টেশন হইতেও সীমান্ত বিরোধের প্রচারণা চালানো হইতেছে।

এদিকে বিডিআর-এর ব্যাটেলিয়ন-২ এর কমান্ডিং অফিসার সার্বক্ষণিক সীমান্তবর্তী ক্যাম্প সমূহের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখিতেছেন বলিয়া সূত্রে জানা যায়। ইহাছাড়া কুমিল্লার সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল গোলাম হোসেন ও সার্বক্ষণিক তদারকি করিতেছেন। গত মঙ্গলবার সকালে কর্ণেল গোলাম হোসেন এবং বিএসএফ এর ডিজিআই আর কে ডাবাস এর মধ্যে বিলোনিয়ায় বাংলাদেশ সীমান্তে এক ঘন্টার ফ্লাগ বৈঠকের মাধ্যমে উভয় সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গতকাল বুধবার দুপুরেও বিডিআর ব্যাটেলিয়ন-২ এর কমান্ডিং অফিসার কর্ণেল ও কান থিন বিএসএফ এর সহিত ছাগলনাইয়ার চম্পকনগর সীমান্তে অপর একটি ফ্ল্যাগ মিটিং-এ অংশ্রগহণ করেন। বৈঠকে বিএসএফ-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ১৪১ বিএসএফ ব্যাটেলিয়ন কমান্ডেন্ট ডি কে বুড়া পেডি। এক ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকে উভয় পক্ষ পরস্পরকে শান্ত থাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে। তবে বিস্তারিত কোন তথ্য সরবরাহ করা হয় নাই।